ভূমিকা

আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তি

"এবং অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মতে মধ্যে কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, এই নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহল ১৬ঃ ৩৬]

তখনকার দিনে কাফেরগণ আম্বিয়া এবং মুরসালিনদের দাওয়াতের বাস্তবতা তাদের অনেকের চেয়ে ভালভাবে অনুধাবন করেছিল যারা বর্তমানে যারা নিজেদের ইসলামের দাবিদার মনে করে । তাই আমরা দেখি কিভাবে কুরাঈশ মুশরিকরা নবীর ল্ল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের প্রতি আহবানে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলঃ "সেকি বহু আলিহার স্থলে একমাত্র ইলাহ্ সাব্যস্ত করে দিয়েছে? বস্তুত এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার!" [সূরা স্বদ ৩৮ঃ ৫]

তাই কুরাঈশ কাফিররা বুঝতে পেরেছিল নবীর সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের এর দাওয়াতের মূল বক্তব্য ছিল আল্লাহর ইবাদত করা নয় বরং অন্য উপাস্যদের অবিশ্বাস করে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর প্রতি ইবাদত কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না অন্য সকল উপাস্য এবং যারা নিজেদের ইবাদতের দাবী করে তাদেরকে অস্বীকার করা হয়। আর একজন ব্যক্তি কখনোই ঈমানদার হতে পারেনা যতক্ষণ না সে তাগুত এবং এই চরিত্রের সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ না করে। আমাদের অবশ্যই সকল প্রকার তাগুতের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে হবে। তাছাড়াও মুনাফিক এবং মুরতাদদের প্রতিও বৈরী আচরণ করতে হবে। তাহলে ভেবে দেখুন নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুশরিকদের শিরকের ব্যাপারে সর্তক করছিলেন এবং তাদের বিপরীত দিকে ডাকছিলেন তখনও মুশরিকরা তাকে ততটা অশুভ মনে করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধর্মকে অসার এবং তাদের প্রবীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের অজ্ঞ হিসাবে ঘোষণা দেন। আর তখনি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সব ধরনের শত্রুতা এবং বৈরীতা শুরু করে।

তারা বলতে থাকে তিনি তাদের ধর্মকে অজ্ঞতা এবং প্রবীন জ্ঞানীদের অজ্ঞ মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ, রোমান বাদশার দরবারে আবু সুফিয়ানের অভিযোগের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। হেরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তঁদেরকে কি করতে বলেন? জবাবে আবু সুফিয়ান বলে যে, *"তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে বলেন এবং আমাদের বাপদাদারা আল্লাহর সঙ্গে যাদের উপাসনা করতেন তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে বলেন। তিনি আমদেরকে সালাত কায়েম করতে, দান খয়রাত করতে, স্বচরিত্রবান হতে, ওয়াদা রক্ষা করতে এবং মানুষের আমানত ফেরত দিতে বলেন।"* [সহীহ বুখারী ঃ ৫/৪, অধ্যায় ৫২, হাদীস নং ১৯১, রাবী- আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)]

সাহাবা, তাবেঈন এবং প্রাথমিক যুগের উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করতেন যে, প্রকাশ্যে বড় শির্কে লিপ্তদের প্রতি বয়কট ঘোষণা না করে মুসলিম হওয়া যায় না। তারপর তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে বৈরীতা শুরু করতে হবে। অবস্থা এবং সাধ্য অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বর্তমানকালে ইরজায়ী ফুকাহাগণ প্রচার করে থাকে যে, শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলেই অর্থাৎ না বুঝেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলেই ঈমানদার হওয়া যায়। তাদের কাছে তাওহীদ শুধুমাত্র একটি ঝান্ডা। তাদের কাছে ইসলামের 'ওয়ালা' ও 'বারা' বলে কিছু নেই। যার ফলে মুসলমানরা প্রায় ক্ষেত্রে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ বাদ দিয়ে শুধু মুখে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং মনে করে যে, এতেই তাদের ঈমান ঠিক আছে। কিন্তু তারা অন্তর দিয়ে এই কালিমার তাৎপর্য এবং বাস্তবায়ন উপলব্ধি করেনা। তারা মনে করে আল্লাহকে রব, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা মানলেই চলে। শুধু এই তিনটি বিশ্বাস করলেই চলবে। তারা শেষ বিচারের দিন এবং জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করে, সাপ্তাহিক জুম্মার এবং দুই ঈদের নামায পড়ে, রমজান মাসে রোযা রাখে এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও উমরাহ করে। এই হল তাদের কাছে ইসলাম। এবং বিশ্বাস করে যে তারা সত্য পথেই আছে। তাওহীদে বিশ্বাসী হয়েও তারা মনে করে পীর আউলিয়াগণ তাদের উপকার এবং ক্ষতি করতে পারেন। তাদের কেউ মনে করে আউলিয়াগণ তাদের জন্য সুপারিশ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই তারা সরাসরিভাবে পীর-আউলিয়াদের কাছে অথবা তাদের মাজারে গিয়ে সাহায্য চায় এবং তাদের নামে শপথ করে। তারপরও তারা মনে করে তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কালিমা ঠিক আছে। এ ব্যাপারে তারা অনেক সময় ওই হাদীসটি উল্লেখ করেঃ *'যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তাকেই জান্নাতে দাখিল করা হবে'*। এবং আরেকটি হাদীস কুদ্সীও তারা উল্লেখ করে যাতে বলা হয়েছেঃ *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়'*।

এই হাদীসটির সনদ, মতন এবং তাৎপর্য তারা মোটেই অনুধাবন করেনা। তাদের বেশীর ভাগ নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, তাদের ধারণা তারা সালাত ত্যাগ করে, সবধরনের মুনকার ও খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনের প্রতি অবহেলা অথবা বিদ্রুপাত্মক মনোভাব পোষণ করে, শির্কে লিপ্ত হয়, এমনকি আল্লাহর শত্রু ইহুদি, খ্রীস্টান, মুশরিক, নাস্তিক এবং মুরতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারা মানুষের তৈরী কুফরী আইনের দ্বারা নিজেদের

জাহিলিয়াতে লিপ্ত করেছে, তারপরেও তারা ভাবে যে, তারা ইসলামে আছে। এমনকি তারা কখনও কখনও ইসলামী আইনের বিরূদ্ধে যুদ্ধও করে তারপরও তারা মনে করে যে তারা ইসলামের মধ্যে আছে। এটি সর্বজনবিদিত যে মুসলমানদের মাঝে এ সমস্ত জাহিলিয়াত চালু আছে। কিছু চাটুকার আলেম-ওলেমারা তাদের প্রভু তাগুতের পক্ষ অবলম্বন করে ফতোয়া দেয়। বর্তমানে আমাদের শিশু সন্তানেরা এই অবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠছে। এসব দুস্কৃতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তারা মনে করে এটাই সমাজের নিয়ম এবং এটাই স্বাভাবিক। এসব আলেম-ওলেমারা অনেক সময় নিজেদেরকে নজ্‌দী ও দাওয়াতুল মুবারাকার ইমাম হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু ঐসব ইমামগণ যদি এদের অবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে তারা ঐসব সরকারি আলেমদেরকে মিথ্যাবাদী স্বাব্যস্ত করতেন। তাই শায়খ সুলতান, নজদী ঈমামদের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন যাতে হক এবং বাতিল আলাদা হয়ে যায়। তিনি তাওহীদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তিনি ইমামগনের দাওয়াত নির্ভীকভাবে প্রচার ও প্রসার করেছেন। আসলে তারা ছিলেন ঐসমস্ত আলেম যারা শরীয়াতের হুকুম আহকাম বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তারা কোন নিন্দুকের সমালোচনায় ভীত হননি। যেমন তারা বলেছেন কেউ যদি মাজারে গিয়ে দোয়া চায় তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায় এবং কেউ যদি একজন মুসলমানের বিরূদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্য করে তাহলে সেও কাফের হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে শারয়ী হুকুম যা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে- এটা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরাই ছিলেন দাঈ ঈমাম, যারা বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। বর্তমান সময়ের মানুষ এর দিক বিপরীত, তাদের কাছে দলীল ও কিতাব রয়েছে কিন্তু তা তারা বাস্তবায়ন করেনা। তারা সামনে মানুষ কুফর বা ফিসকে লিপ্ত হয় কিন্তু তারা কিছুই বলেনা।

অধ্যায় ঃ ১ কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা

বান্দার জন্য আবশ্যক হলো আকাশ সমূহ ও জমিনের মহান দয়ালু মাবুদের একনিষ্ঠ আনুগত্য, তাই আমরা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত সকল প্রকার বিকৃতি, বক্তব্য, মতামতকে কোন প্রকার সংকোচ, সন্দেহ ও কালক্ষেপণ না করে নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলি। এই হলো আল-ইনক্বিয়াদের পূর্ণতার শর্ত অর্থাৎ এই আত্মসমর্পণ শাহাদাহ বা সাক্ষ্যদানের একটি অবস্থা। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে মানুষের সকল প্রকার মতামতের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া ছাড়া কোন সাফল্যের সূচনা হতে পারেনা। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মানুষের সকল মতামতকে বাতিল করে দিতে পারে। যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর সকল কথা মেনে চলা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

যে কোন মাযহাবের ইমামের মতামতকেই আল-কুরআন ও হাদীসের মানদন্ডে যাচাই করে গ্রহণ অথবা বর্জন করা যায়। তাই যে ব্যক্তি দু প্রকার ওহীকে আঁকড়ে ধরবে সে প্রশান্তি লাভ করবে আর অশান্তি তার জন্য যে কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে মানুষের মতামতকে আঁকড়ে থাকলো।

সাহ্‌ল বিন আব্দুল্লাহ বলেনঃ আমাদের উপর বাধ্যতামূলক হলো কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা, আমার ভয় হয় এমন দিন দ্রুত চলে আসছে যখন কোন ব্যক্তি লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহকে সর্বাবস্থায় মানতে বলবে তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং তাঁকে অপমান করবে।

শেখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াহাব তাঁর 'তাফসীর আল আজিজ আল হামিদ'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ আল্লাহ সাহ্‌লের সূক্ষ দূরদর্শিতার জন্য তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কারণ তিনি যা বলেছিলেন বর্তমানে (১৯০০ সালে) তাই ঘটছে, বরং বর্তমান অবস্থা তার চেয়েও এমন খারাপ যে, কেউ যদি নবীর সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণভাবে তাওহীদে আসে অথবা থাকতে চায় এবং মানুষের ইবাদতকে পরিশুদ্ধ করতে চায়, গাইরুল্লাহ প্রত্যাখ্যান করতে চায় তাহলে তাকেই কাফের ঘোষণা করা হয়; এবং তিনি তার সময়ের কথাই বলছিলেন। (এখনকার কিছু অজ্ঞ 'Scholar for Dollars' স্পেনে সম্মিলিত হয়ে হক্কানী আলেম এবং মুজাহিদদের কাফের ঘোষণা করে।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনের বহু আয়াতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের বিপরীতে কিছু বলা বৈধ নয় এবং তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপরীত কিছু করা বা বলা বা তার প্রতি আনুগত্য না করা বা বিরোধিতা করা গুমরাহীর মূল। আল্লাহ বলেছেনঃ "তবে না, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর তাদের বিচার-ফয়সালার ভার অর্পন করে, সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৬৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো আনুগত্য আল্লাহ নির্দিষ্ট করেননি। আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।" (সূরা আলি-'ইমরান ৩ঃ ১৩২)

এই আয়াতে এবং আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে একই নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ ওয়াজিব অমান্য করে তাহলে সে হয় মহাপাপী। তাই আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা রাসূলের আহবানকে তোমাদের একে অপরকে আহবানের মত গণ্য করোনা। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে চুপিসারে আড়ালে সরে পড়ে (যে কোন অজুহাতে)। অতএব যারা তাঁর

আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা যন্ত্রণার আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নূর ২৪ঃ ৬৩)

তাই আল্লাহ অবাধ্যতাকে ফিতনার সহিত সম্পর্কিত করেছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেনঃ তোমরা কি জান ফিতনা কি? তা হল শির্ক। হয়ত সে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম অবাধ্যতায় লিপ্ত তাই তার অন্তর টলে গেছে এবং ফলে সে ধ্বংস হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ "বলুনঃ আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়া নাও, তবে রাসূলের দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তবে সৎপথ পাবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টরূপে বাণী পৌঁছানো।" (সূরা নূর ২৪ঃ ৫৪)

এই আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ আছে এবং আল্লাহ বলেন যে, যদি তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করা হবে। এখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। যদি আমরা আনুগত্য করি তাহলে আমাদেরকে পথ দেখানো হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ছাড়া সৎপথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে সফলতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এবং আল্লাহ তোমাদের আমলগুলোকে সংশোধন করবেন। "এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৭১)

এমনিভাবে তিনি অবাধ্যতাকে গুমরাহীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ "কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত দিবে। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার নিপতীত হয়।"(সূরা আহযাব ৩৩ঃ৩৬) আমরা অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন নির্দেশ মেনে নিতে ইতস্তত অথবা দেরী করতে পারি না।

তাই আল্লাহ বলেনঃ "আর রাসূল তোমাদেরকে যা বলেন তা মেনে নাও এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক; আর ভয় কর আল্লাহকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর ৫৯ঃ ৭)

সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে আনাছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ *"যে কেউ আমার সুন্নাহ ছেড়ে দিল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ *"আমার সকল অনুসারী জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধুমাত্র তারা ছাড়া যারা অস্বীকার করে।" সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা আমার আনুগত্য করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্য হবে তারাই অস্বীকার করলো।"* (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

যারা মানুষের মতামতকে হাদীসের বিপক্ষে উপস্থাপন করে তাদের সম্পর্কে সালাফদের আপত্তিঃ

সালাফরা অত্যন্ত কঠোরভাবে হাদীস অমান্যকারীদের এবং অনুমানের ভিত্তিতে মতামতদানকারীদের বিরোধীতা করেছেন। কোন কোন সময় তাঁরা তাদেরকে বয়কট করতেন। তারা তা এজন্যে করতেন যাতে সুন্নাহর প্রতি সম্মান দেখানো হয় এবং সুন্নাহকে মানুষের মতামতের অনেক উপরে স্থান দেয়া হয়।

সেলিম বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর (রাঃ) জানানঃ "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ *"তোমরা তোমাদের মহিলাদের মসজিদে যেতে বারণ করবে না যখন তারা তোমাদের অনুমতি চাইবে।"* বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করব।' এতে আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর (রাঃ) তার দিকে এমন কড়া নজরে তাকালেন এবং রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন যে, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নির্দেশের কথা বলছি অথচ তোমরা তাঁর কথার বিরোধিতা করছ।' তিনি সেলিমকে বললেন, 'আমি জীবনে কখনও তাঁকে এমন রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলতে শুনিনি।' (সহীহ মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "হায় আল্লাহ! অতি সত্ত্বর তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি পড়তে শুরু করবে যখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের উত্তরে আবু বকর বা উমর (রাঃ) কি বলেছেন----।" [এর কারণ আনুগত্য এক প্রকার ইবাদত, কোন মানুষ অথবা জ্বীনের আনুগত্য করা যাবে না যতক্ষণ না তা কেবলমাত্র আল্লাহ এবং রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আনুগত্যের মধ্যে হয়)। এজন্যই আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) সত্যায়ন করেছেন যে, যখন তারা জানলো ইহা আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে ফায়সালার ঘোষণা, তখন তারা কি করে আবু বকর (রাঃ) অথবা উমরের (রাঃ) কোন ভিন্ন মতের কথাকে গুরুত্ব দিল? এর পরিণামস্বরূপ আল্লাহর ওয়াহীর বিপরীত ঐ দুই মহান সাহাবার (রাঃ) ভিন্নমতকে গুরুত্ব দিল। এই ঘটনাটি ঘটে হজ্জের মৌসুমে কোন এক আলোচনার সময়। আব্দুল্লাহ ইব্নে

আব্বাস (রাঃ) তাদেরকে সাবধান করে দেন যখন লোকজন আবু বকর (রাঃ) এবং উমরের (রাঃ) কোন কথাকে সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাচ্ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বিপরীতে। তিনি সে সকল লোকদের ততক্ষণাৎ আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বাণীর উপরে মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দিলো তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বর্জন করলো।] (কিতাবুত তাওহীদ, অধ্যায়ঃ ৩৬)

শেখ সুলায়মান ইব্নে আব্দুল্লাহ তাঁর এক কবিতায় বলেনঃ তাদের বাপদাদাদের অনুশ্রীত রীতি নীতির পক্ষে কোন দলিল পেলে তারা স্বীকার করে নেয় এবং বলে ঠিক ঠিক আপনি যথার্থই বলেছেন। আমরা খুশী মনে মেনে নিলাম। তা নাহলে তারা বলে যে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মত-পথের উপর অটল থাকবে। তারা তাহলে কুরআনের ঐ আয়াতের আওতায় আসে যেখানে আল্লাহ বলেনঃ "তারা তাদের আলেমদের এবং তাদের সংসার বিরাগী যাজকদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহকে ছেড়ে এবং মরিয়াম পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল শুধুমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করতে। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পবিত্র মহান তারা যে সব শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে।" (সূরা তাওবাহ ৯ঃ ৩১)

"তবে না, আপনার রবের কসম ! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচার ফয়সালার ভার অর্পন করে, সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তে সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৪ঃ ৬৫)

আমাদের যামানায় আপনি যদি বলেন যে ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ তখন লোকেরা বলে," এছাড়া আর কে এভাবে বলেছেন ?" কিন্তু যদি তারা আন্তরিকভাবে ঈমানদার হতো তাহলে বলতো, তাদের এ সমস্ত কথা বাতিলের অন্তর্ভূক্ত। আজ হাদীস মেনে নিতেও তারা অজুহাত তালাশ করে। তাদের অজ্ঞতাকে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার প্রমান হিসেবে দাঁড় করিয়ে সুন্নাহ বর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর ইমামদের কেউ এভাবে বলেননি রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ক্ষেত্রে। তাহলে সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য ব্যক্তি একটি ভুলের মধ্যে ছিলেন। কারণ তিনি কাউকেই অনুসরণ করেননি।

অন্ধ অনুসরণকারীদের প্রতি নিন্দা

জেনে রাখ এবং সতর্ক থাক যে তাক্বলিদ হলঃ কারও বক্তব্যের দলীল না জেনে তার বক্তব্যকে মেনে নেয়া বা গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই যে, তাক্বলিদকে জ্ঞান হিসেবে ধরা হয় না এবং একজন মুক্বাল্লিদ (অন্ধ অনুসরণকারী) কখনোই আলেম হতে পারে না। (ইবনুল কাইয়্যিম)

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের ছাত্রদের তাক্বলিদ করতে নিষেধ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ছাড়া যে কারও বক্তব্যই গ্রহণ বা বর্জন করা যায়।

আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন (যার অর্থ হল) ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীস আসে, তা মাথা ও চোখের উপর রাখবে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিবে);

এবং যখন সাহাবাদের থেকে কিছু আসে, সেটাকেও মাথা ও চোখের উপর রাখবে;

কিন্তু যখন তাবেঈনদের থেকে কিছু আসে ওরাও মানুষ আমরাও মানুষ।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের যে কারও বক্তব্য খন্ডন করা যেতে পারে, শুধুমাত্র এই কবরের বাসিন্দা [রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম] ব্যতীত।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেনঃ যদি একটি হাদীস সহীহ হয়, সেটাই আমার মাযহাব। যদি তোমরা আমাকে কোন কিছু বলতে দেখ এবং (দেখ) এর বিরুদ্ধে, নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তখন জেনে রাখ যে আমার বুদ্ধি মত্তার অবনতি হয়েছে। (ইব্নে আব হাতিম আল-আদাব) পৃ ৯৩, আবু নু'আইম (৯/১০৬) ইব্নে আসাকির (১৫/১০/১) একটি সহীহ ইসনাদ সূত্রে)

মুসলিমদের এই ব্যাপারে ইজ্মা (ঐক্যমত) যে, যদি একটি সুন্নাহ কোন একজনের কাছে পরিষ্কার হয়, তখন অন্য কারও মতামতের জন্য সেই সুন্নাহ উপেক্ষা করা অনুমোদিত নয়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেনঃ সে সকল লোকদের কথা আমাকে খুবই অবাক করে যারা একটি হাদীসের সনদ সহীহ জানার পরও তার পরিবর্তে তারা সুফিয়ানের মতামতের অনুসরণ করে। কারণ আল্লাহ (সুব) বলেনঃ "অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের উপর (ফিত্না) বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা যন্ত্রণার আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নূর ২৪ঃ ৬৩) তুমি কি জানো কি সেই ফিত্না? সেই ফিত্না হল শির্ক। হতে পারে তাঁর কিছু বক্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে কেউ একজন সন্দেহে পতিত হল এবং তার হৃদয় বিভ্রান্ত হল এবং এর ফলে সে ধ্বংস হল।"

এই বিবৃতিতে ইমাম আহমেদ ইব্নে হাম্বল (রহ) তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন যারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ বর্জন করেছে, যদিও তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হবার পরও যে এটা সহীহ এবং এর অর্থ তাদের কাছে বিশ্লেষণ করার পরও তারা সুফিয়ান আথ-থাওরী এবং অন্যান্য জ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করে অথচ তাঁরা কেউই ভুলের উর্দ্ধে না। তিনি তাদের আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ বর্জনের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দেন। এটা এজন্য যে, যারা মানুষের মতামতের অন্ধ অনুসরণকারী তারা প্রায়শই কোরআনের আয়াতের এবং হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে অথবা ভুল ব্যাখ্যা করে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজ মাজহাবের মতামতের সাথে মিলানোর জন্য তারা দাবী করে বসে যে একটি আয়াত বা হাদীস মানসুখ (বাতিল) হয়ে গেছে। এরপর ইমাম আহমেদ (রহ) তাঁর কথার সমর্থনে উপোরোক্ত আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী উল্লেখ করেন। আল-কুরআনই যেন আমাদের সকলের জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হয়। (কিতাব আত-তাওহীদ)

ইমাম আহমেদ (রহ) আরও বলেনঃ আমার মতামত অনুসরণ কর না, ইমাম মালিকের মতামতের অনুসরণ কর না। ইমাম শাফেয়ীরও না, আউযায়ীরও না, থাওরীরও না; কিন্তু তাঁরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছেন সেখান থেকে গ্রহণ কর। (ইবন আল-কাইয়্যিম, আল-'ইলাম)

আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমার উপর আকাশ থেকে পাথর পড়ার উপক্রম হয়েছে, আমি তোমাকে বলছি নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন, এবং তুমি আমাকে বলছ আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) কি বলেছেন? ('ইলাম আল-মুওয়াক্কীয়ীন পৃ ৪৫)

ইমাম সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ (রহ) বলেছেনঃ "না, যখন আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহ থেকে কারও নিকট কিছু আসবে এবং যে বুঝবে, তখন সে প্রত্যেক ব্যাপারে এর উপর আমল করবে আর এটাই সবার জন্য বাধ্যতামুলক। এটা কোন ব্যাপার না, কে তার বিরোধিতা করল বা বিপরীত আচরণ করল এটাই তা, যা আমাদের রব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে সকল ওলেমা সম্মতি দিয়েছেন শুধুমাত্র সে সকল অজ্ঞ অন্ধ অনুসরণকারীরা ব্যতীত আর তাদেরকে আহলূল 'ইল্ম (জ্ঞানী) হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। (তাফসীর আল-আজিজ আল-হামিদ)

আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ অনুসরণ কর [রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের] এবং নতুন সংযোজন কর না, যেহেতু তোমাদের পূর্ণাঙ্গ (দ্বীন) দেয়া হয়েছে।

ইমাম আউজাই (রহ) বলেনঃ তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, তোমরা [রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম] বাণীগুলোকে ধরে রাখবে, এমনকি এ-অবস্থায়ও যদি মানবকুল তোমাকে বর্জন করে; এবং মানুষের মতামতের ব্যাপারে সতর্ক থাক, যদিও সে সবকিছু তোমার জন্য আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করে।

ইব্নে তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেনঃ যখন কেউ দলীল হারালো, সে তখন পথও হারালো।

লেখকঃ হে তাওহীদের ভাই ও বোনেরা, তোমদের মানসিকতা ও পন্থাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত কর ঠিক যেভাবে সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীনদের নিজেদের পরিচালিত করেছিলেন এবং ডান বা বাম দিকে মুখ ফিরিও না শুধুমাত্র এই জন্য যে সরকারের বা তাগুত শাসকের কিছু কেনা-আলেম তোমার বিরুদ্ধতা বা বিরোধিতা করবে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ আমার ভয় গুনাহ নিয়ে নয় যেহেতু গুনাহ আল্লাহ কর্তৃক মার্জিত হতে পারে; কিন্তু আমার ভয় হল আমার অন্তর ওহী এবং কুরআন থেকে বিচার খোঁজা থেকে অপসৃত হবে বা সরে যাবে এবং আমার ভয় হয় যে আমি মানুষের মতবাদ ও ধারণার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাব এবং তাহলে আল্লাহ্র সাহায্য হতে বঞ্চিত হব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়ার আবশ্যকতা এবং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

শায়খ আব্দুর রহ্মান ইব্নে হাসান (শারহ্ কিতাব আত-তাওহীদ এর লেখক) বলেনঃ 'এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'- এটা বুঝায় যে, সিদ্ক ও ইয়াক্বীন সহকারে সাক্ষ্য দেয়া যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আব্দ বা দাস এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এ বাণী অনুসরণ করার জন্য তার জন্য আবশ্যক এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া কর্তব্য এবং তাঁর সুন্নাহর সাথে লেগে থাকা এবং কারও জন্য তাঁর সুন্নাহর বিরুদ্ধাচারণ না করা যেহেতু তিনি ছাড়া সবাই ভুল করতে পারে। আল্লাহ তাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন এবং যারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ পরিত্যাগ বা অসম্মান করবে তাদের ঐশ্বরিক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ (সুব) বলেনঃ

“কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত দিবে। যে কেউ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার নিপতিত হয়।”(সূরা আহযাব ৩৩ঃ৩৬)

“অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে তাদের উপর (ফিত্না) বিপর্যয় আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।” (সূরা নূর ২৪ঃ ৬৩)

সুতরাং আল্লাহ্ অবধ্যতাকে ফিত্নার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন।

ইমাম আহমেদ (রহঃ) বলেনঃ তুমি কি জানো ফিত্না কি? এটা হল শির্ক। যদি সে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বাণীকে বর্জন করে বা এর প্রতি আবাধ্য থাকে তবে হতে পারে তার অন্তরে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (কুররাত উয়ুন আল-মুওয়াহিদীন)

কিন্তু বর্তমানে নবীর সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গাফিলতি রয়েছে এবং (তাঁর আদেশকে) বর্জন করা হচ্ছে এবং অন্যদের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, বিশেষত্ব উলামাদের মতামত যা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শায়খ সুলাইমান ইব্নে আব্দুল্লাহ বলেন যে ইব্নে রাজ্ব বলেছেনঃ যে অন্তর দিয়ে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে এবং শুধুমাত্র মৌখিকভাবে না, তখন তার উপর বাধ্যবাধতা চলে আসে যেঃ

সে অন্তর দিয়ে সেই সবকিছু ভালবাসবে যা আল্লাহ যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ভালবাসেন; অন্তর দিয়ে সেই সবকিছু ঘৃণা করবে যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘৃণা করেন; সে ঐ সবকিছুতেই সন্তুষ্ট হবে যা আল্লহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে; সে ঐ সবকিছুতে রাগান্বিত হবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামকে রাগান্বিত করে; এবং তাকে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে এর উপর আমল করতে হবে কারণ আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা করতে হলে আমল করা আবশ্যক। সুতরাং সে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে এমন কোন কাজ করে যা এই ভালবাসার বিরোধী হয়, উদাহরণ স্বরূপ সে এমনকিছু করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ঘৃণিত হয় এবং সে যদি এমনকিছু বর্জন করে যা আল্লহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পছন্দনীয় এবং তার এটা করার সক্ষমতা ছিল তখন এটা এরূপ দেখায় যে তার এই ওয়াজীব ভালবাসায় ঘাটতি রয়েছে। এবং এটা তার জন্য বাধ্যতামূলক যে সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং এই মাহবুবাতুল ওয়াজীব (ওয়াজিব ভালোবাসা) পূর্ণ করবে। সুতরাং সবধরনের মাসিয়াহ উদয় হয় যখন নফ্সকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়; অনুরূপভাবে বিদায়াহর উৎপত্তি লাভ করে যখন শারিয়াহর উপর অনুমানকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এজন্য বিদ’আতীদের বলা হয় আহলূল আহওয়া (অনুমান বা নিজ কামনা-বাসনার অনুসারী)।

একইভাবে গুনাহ নিঃসারিত হয় যখন আল্লাহর প্রতি এবং তিনি যা ভালবাসেন তার উপর নিজ ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এবং ব্যক্তি বিশেষের ভালবাসার ব্যাপারে তা অবশ্যই হতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ে আসা পথ অনুযায়ী, যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

“যে কেউ আল্লাহ্র জন্য ভালবাসল, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করল, আল্লাহ্র জন্য দান করল এবং আল্লাহ্র জন্য বিরত থাকল; সে তখন নিজের ঈমানকে পূর্ণ করল।”

আর যে ব্যক্তির ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বিরত থাকা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, তার ঈমানে খাঁদ রয়েছে এবং তাকে অবশ্যই তওবাহ করতে হবে এবং তাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করার জন্য ফিরে আসতে হবে এবং তার নিজের ইচ্ছার চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামেন প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে এবং যা তাঁদের সন্তুষ্ট করে যেসব বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। (তাফসীর আল-আযীয আল-হামিদ পৃঃ ৫৬৯, ৫৭০)

শায়খ আব্দুর রহ্মান বিন হাসান বলেনঃ এটা বর্তমানের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা যে, তারা হক্ক (সত্য) বর্জন করে কারণ তা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় এবং মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সত্যের বিরোধিতা করে। এবং এসবই দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি বা ঘাটতির এবং ঈমান ও ইয়াক্বীনে দুর্বলতার লক্ষণ। (মাজমু-আতুর রাসায়েল ওয়াল মাসায়েল আন-নাযদিয়াহ ৪/২৯৪)

সতর্ক হও এবং আত-ত্বা’আ এর শির্ক হবে সতর্ক হও

শায়খ আব্দুর রহ্মান বিন হাসান (রহ) তাঁর শারহ কিতাব আত-তাওহীদে আদি বিন হাতিমের হাদীসের ব্যাপারে বলেনঃ-

আদি ইব্নে হাতিম কর্তৃক বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াত তিলওয়াত করতে শুনলেন-

“তারা তাদের পন্ডিতদের এবং সংসার বিরাগী যাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহকে ছেড়ে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহ্‌কেও; অথচ তারা অদিষ্ট ছিল শুধু এক মা’বুদের ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই্ তিনি পবিত্র মহান, তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।” (সূরা তাওবাহ ৯ঃ ৩১)

..এবং আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললামঃ আমরা তাদের ইবাদত করতাম না। তিনি সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ *তারা কি আল্লাহ (সুব) যা হালাল করেছেন তা হারাম করত না এবং তোমরা কি তা নিজেদের জন্য হারাম করতে না এবং তারা কি আল্লাহ (সুব) যা হারাম করেছেন তা হালাল করত না এবং তোমরা কি তা নিজেদের জন্য হালাল করতে না?* আমি জবাবে বললামঃ ঠিক তাই। তিনি সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ *এটাই তাদের ইবাদত করা।* (হাসান হাদীস, তিরমিযী কর্তৃক বর্নিত, আহমাদ, ইব্‌নে জারীর আত-তাবারী)।

আব্দুর রহ্‌মান বিন হাসান বলেন যে, আলেমদের এবং সংসার বিরাগী যাজকদের যে কোন আদেশ অনুযায়ী যারা কাজ করে তারা তাদেরই ইবাদত করে, এটা বড় শির্‌ক। (ফাতহুল মাজিদ)

তিনি আরও বলেন ঃ তৃতীয় ধরনের শির্‌ক হল আত-তা’আর ব্যাপারে শির্‌ক এবং এর দলীল হল সূরা তাওবাহ, আয়াত ৩১।

এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিরোধিতা নেই, এই আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আলেমদের এবং যাজকদের আদেশ অনুযায়ী চলবে। এবং যখন আদি ইব্‌নে হাতিম জিজ্ঞেসা করেনঃ ‘আমরা তাদের ইবাদত করতাম না’, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুস্পষ্ট রূপে এর ব্যাখ্যা দেন যে কারও আদেশ অনুযায়ী চলা হল তারই ইবাদত করা ।

লেখকঃ এটাই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে পথভ্রষ্ট আলেমদেরকে মানুষেরা আল্লাহর শরীক হিসেবে সাব্যস্ত করছে।